মানুষ কবিতার মূলভাব

মানুষ কবিতায় কবি সাম্যের গুণগান গেয়েছেন। ধর্ম, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে মানুষ জাতি সবার উপরে সে কথাই কবি বুজিয়েছেন। মানব সেবা মহৎ কাজ, ধর্মেও ক্ষুধার্তকে অনুদান দেওয়া স্বীকৃত। কিন্তু মানুষ কবিতায় ক্ষুধার্ত ব্যাক্তিটিকে মন্দিরের পূজারী ও মসজিদের মোল্লা দ্বারা নিগৃহীত করা হয়েছে। সাত দিন না খেয়ে থাকার কথা বলেও তাদের থেকে খাবার পায় নি, বঞ্চিত হতে হয়েছে তাকে। আশি বছর প্রার্থনা না করেও খাবার খেয়ে বেঁচেছিল সে। অথচ মানুষ তাকে ধর্মের নামে, জাতের নামে ভিন্ন ভিন্ন করে দেখে। মসজিদে মন্দিরে মোল্লা পুরোহিতের অধিপত্য চলে। ভজনালয়ে, মসজিদে খোদার ঘরে যারা কপট লাগিয়ে তালা লাগিয়ে দেয় তারা মানবতা ও সাম্যের শত্রু। তাদের প্রতিবাদে প্রতিহত করতে সাধারন মানুষ একদিন শাবল হাতুড়ি নিয়ে এগিয়ে আসবে। আর তাতে পৃথিবীতে মানবতার, সাম্যের জয়ের নিশান উড়বে। আর মানুষকে ঘৃণা করে শুধু ধর্মগ্রন্থ পাঠ, ধর্মের সেবা করা অযৌক্তিক ও অধরমের নামান্তর।